তারিখ ... 04 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ...2... কলাম ...4... ......

সংবাদ

শান্তিপূর্ণ ও নকলমুক্ত

এইচএসসি পরীক্ষা শুরু

□ অনুপস্থিত ১২ হাজার ৮৮৭
□ বহিষ্কার ৪৩ □ ৬ দিনে
পরীক্ষা শেষ করতে চান শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শান্তিপূর্ণ ও নকলমুক্ত পরিবেশে সারাদেশে শুরু হয়েছে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। দুই হাজার ৪৫২টি কেন্দ্রে গতকাল শুরু হওয়া এ পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে ১২ লাখেরও বেশি শিক্ষার্থী। তবে প্রথম দিন ফরম পূরণ করেও পরীক্ষা কেন্দ্রে অনুপস্থিত ছিল ১২ হাজার ৮৮৭ জন। আর বহিষ্কার হয়েছে ৪৩ জন পরীক্ষার্থী।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ একটি পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে বলেছেন, পাবলিক পরীক্ষার সময় কমিয়ে আনার জন্য কাজ করছে সরকার। তিনি বলেন, পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ ও নকলমুক্ত পরিবেশে এইচএসসি, আলিম ও সমমান পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সকল প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। একটি

স্বার্থান্বেষী এইচএসসি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

এইচএসসি : পরীক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মহল প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব ছড়িয়ে পরীক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বিঘ্নিত করার অপচেষ্টা
চালাচ্ছে অভিযোগ করে মন্ত্রী এ ধরনের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সজাগ থাকার জন্য
সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

মন্ত্রী গতকাল দেশব্যাপী এইচএসসি ও সমান পরীক্ষার প্রথম দিনে ঢাকায়
সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্রে পরিদর্শনকালে অভিভাবক ও
সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে এ আহ্বান জানান। তবে পরীক্ষার্থীদের
অসুবিধার কথা বিবেচনায় নিয়ে কেন্দ্রে প্রবেশ করেননি। হলের বারান্দা দিয়ে
হেঁটে পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন, পরীক্ষার খোঁজখবর নেন। এ সময়
মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী আরও বলেন, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র মুদ্রণ, পরিবহন ও পরীক্ষার হলে
পরীক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছানো পর্যন্ত কঠোর নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে।
প্রশ্নপত্র ফাঁসের আশঙ্কা দূর করতে কোচিং সেন্টার, ফটোকপি দোকান ও ফেসবুক
নজরদারিতে রাখা হয়েছে।

পাবলিক পরীক্ষা ৫/৬ দিনে শেষ করার পরিকল্পনা

পরীক্ষার সময় কমিয়ে নিয়ে আসার জন্য কাজ চলছে উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী
বলেছেন, 'এই কাজটা সফল করতে সবার সাহায্য-সহযোগিতা লাগবে। দীর্ঘ
পরীক্ষা অর্থহীন। যাচাই করে নিতে হবে যে (শিক্ষার্থীরা) প্রকৃত জ্ঞানটা অর্জন
করতে পেরেছে কিনা। এজন্য আমরা পরীক্ষা দীর্ঘায়িত করতে চাই না। আমরা
এসব পরীক্ষা খুব বড়জোর ৫-৬ দিনের মধ্যে নিতে চাই, সেই পথে আমরা
আগাব।' তিনি বলেন, 'আমি যদি এই কথা এখনই বলি, অভিভাবকরা বিস্মিত
হয়ে যাবেন এবং আমাকে সবাই চেপে ধরবেন এটা কি করে সম্ভব? তারা কোনো
পরিবর্তন চান না।' দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষা নিলে শিক্ষার্থীদের মূল্যবান সময় নষ্টের
পাশাপাশি কোচিং বাণিজ্য হয় মন্তব্য করে নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'এই
সময়ে ক্লাস হয় না, ভর্তির সময়ও লেইট হয়ে যায়।'

মন্ত্রী পুরো শিক্ষা পদ্ধতির আমূল সংস্কারের পরিকল্পনার কথাও জানান। তিনি
বলেন, সব বাধা অতিক্রমে সবাইকে তিনি 'কনভিন্স' করতে চান। 'আমি যখন
মেট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি পাঁচ দিনে ১০ পেপার। সকাল-বিকাল দুটা পরীক্ষা দিয়েছি,
মাঝে গ্যাপ। এখন দুই দিন গ্যাপ দিলেও অভিভাবকরা সন্তুষ্ট না। গ্যাপ দিয়ে যে
শিক্ষার্থীদের টেনশনের মধ্যে রাখা হয়- এখনও আমরা এটা অভিভাবকদের
উপলব্ধির মধ্যে আনতে পারিনি। তাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি, আস্তে আস্তে
আমরা পরীক্ষার পদ্ধতি চেইঞ্জ করে ফেলব।'

এবারের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় তত্ত্বীয় পরীক্ষা ৯ জুন শেষ হবে।
ব্যবহারিক পরীক্ষা ১১ জুন থেকে ২০ জুন অনুষ্ঠিত হবে। এই সূচি অনুযায়ী উচ্চ
মাধ্যমিক পরীক্ষা (এইচএসসি) শেষ হতে লেগে যাবে প্রায় তিন মাস। প্রতি বছর
দুটি বড় পাবলিক পরীক্ষার (এসএসসি ও এইচএসসি) কারণে নির্বাচনসহ রাষ্ট্রীয়
অনেক কর্মসূচি নির্ধারণে হিমশিম খেতে হয় সরকারকে। পরীক্ষার্থী, শিক্ষক ও
অভিভাবকদেরও দীর্ঘ সময় ধরে পরীক্ষার চাপে থাকতে হয়।

অনুপস্থিত ১২ হাজার ৮৮৭, বহিষ্কার ৪৩ পরীক্ষার্থী

পরীক্ষা উপলক্ষে সচিবালয়ে একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খুলেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ
নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রথম দিন ফরম পূরণ করেও কেন্দ্রে
অনুপস্থিত ছিল ১২ হাজার ৮৮৭ জন। বহিষ্কার হয়েছে ৪৩ পরীক্ষার্থী।
বহিষ্কৃতদের মধ্যে ৩২ জন কারিগরি, ৮ জন মাদ্রাসা, একজন রাজশাহী, একজন
যাশোর ও একজন দিনাজপুর বোর্ডের পরীক্ষার্থী। অন্যদিকে অনুপস্থিত
শিক্ষার্থীদের মধ্যে সর্বোচ্চ ঢাকা বোর্ডে দুই হাজার ২১১ জন। এছাড়া রাজশাহীতে
এক হাজার ২৭৬, কুমিল্লায় এক হাজার ৪৪৫, যশোরে এক হাজার ৩৫৮, চট্টগ্রামে
৮৫৭, সিলেটে ৭৩৭, বরিশালে ৬৭১, দিনাজপুরে এক হাজার ৪৮, মাদ্রাসায় এক
হাজার ৭৯৬ এবং কারিগরিতে এক হাজার ৪৮৮ জন। দেশে ৮টি সাধারণ শিক্ষা
বোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং ডিআইবিএস এর আওতায় এ বছর
দুই হাজার ৪৫২টি পরীক্ষা কেন্দ্রে মোট ১২ লাখ ১৮ হাজার ৬২৮ জন পরীক্ষার্থী
এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। এর মধ্যে ছয় লাখ ৫৪ হাজার ১১৪ জন
ছাত্র এবং পাঁচ লাখ ৬৪ হাজার ৫১৪ জন ছাত্রী।